প্রথম আলো

তারিখ ... 05 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ২ ...

প্রশ্ন ফাঁস রোধে আট সেট প্রশ্নপত্রে হবে পরীক্ষা

মোশতাক আহমেদ ●

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আসন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হবে আট সেট প্রশ্নপত্রে। আট সেট প্রশ্নপত্র ছাপানোর পর সেখান থেকে বিভিন্ন জেলার জন্য আলাদা সেট নির্ধারণ করে পরীক্ষা নেওয়া হবে। অর্থাৎ একেক এলাকায় একেক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন। এত দিন এক সেট প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে সারা দেশে তা দিয়ে সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এতে এক এলাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে সেটি অন্য এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা। গত বছর এই পরীক্ষায় প্রায় ২৭ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এবার এই সংখ্যা আরও কিছু বাড়বে। আগামী ২২ নভেম্বর শুরু হবে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। শেষ হবে ২৯ নভেম্বর।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ উল আলম গতকাল বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, একাধিক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে। এর বাইরে বিস্তারিত বলা ঠিক হবে না।

যদি আলাদা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়, তাহলে মূল্যায়নে পার্থক্য হবে কি না—এমন প্রশ্নে সচিব বলেন, প্রশ্ন তো পঞ্চম শ্রেণির বই থেকেই হবে। আর যে জেলায় যে প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে, সেই জেলার সব শিক্ষার্থীই একই মূল্যায়নব্যবস্থায় আসবে। আর প্রাথমিক বৃত্তি দেওয়া হয় উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক। সুতরাং সমস্যা হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী

- একেক এলাকার জন্য একেক প্রশ্নপত্র
- কোন এলাকার জন্য কোন সেট, নির্ধারণ হবে লটারি বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে
- পরীক্ষা শুরু ২২ নভেম্বর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলেছে, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে ৬৪টি সেট প্রশ্ন তৈরি করা হবে। সেখান থেকে প্রথমে ৩২ সেট প্রশ্ন বাছাই করা হবে। এরপর এগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করে আট সেট প্রশ্নপত্র ছাপানো হবে। আগের মতো সরকারি মুদ্রণালয়েই (বিজি প্রেস) প্রশ্নপত্র ছাপানো হবে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। এরপর কোন প্রশ্নপত্র কোন এলাকার জন্য তা নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে লটারি কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এই আট সেট থেকে আবার বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র ওলট-পালট করে ৬৪ জেলার জন্য পাঠানো হবে। এর ফলে কার্যত সেট আরও বেশি হবে।

২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সমাপনী পরীক্ষা চালু হয়। একপর্যায়ে এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, কোচিং-প্রাইভেট বেড়ে যাওয়াসহ নানা ধরনের অনিয়ম শুরু হয়। গত ৫ আগস্ট প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সবচেয়ে বেশি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এর মধ্যে প্রাথমিক সমাপনী ও জেএসসির প্রায় সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের সঙ্গে যুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা হলেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বিজি প্রেস, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং পরীক্ষাকেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী।

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জন্য প্রতি বিষয়ে একাধিক প্রশ্নপত্রের সেট রাখাসহ কয়েকটি সুপারিশ করে টিআইবি। এদিকে বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযানের এক গবেষণা প্রতিবেদনেও সমাপনী পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা উল্লেখ করে এই পরীক্ষা স্থানীয়ভাবে নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।